3.3.1-27

'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৬ পৃ. তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৩২ (ক) সংখ্যা, এপ্রিল, ২০২১

সম্পাদক

ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya, Goaltore
Paschim Medinipur, Pin-721128

U.G.C.- CARE List (2021)approved journal, Indian Language-Arts and Humanities Group, out of 86 pages placed in Page 60 & 84.

EBONG MAHUA

Bengali Language, Literature, Research and Referred with Peer-Review Journal

23th Year, 132 (A) Volume

April, 2021

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur,721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur, 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoor bera @ gmail.com

Rs 600

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

৫৭.মানবিক মূল্যবোধ গঠনে গান্ধীজীর সত্য ও
অহিংসা নীতির প্রাসঙ্গিকতা :: সুমিত মাহাত.....৪৭২
৫৮.জাতি বৈষম্য নিরসনে সাংবিধানিক বিধিবিধান
:: ড. তারক নাথ জাঁতুয়া.....৪৮০
৫৯.ঋগ্বেদে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা :: তপতী গায়েন.....৪৮৭
৬০.সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে পি.ও.বোডিং :: বাপি টুডু.....৪৯২
৬১.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের O.D.B.L. : বাংলা ভাষা
চর্চার নানাদিক :: ড. স্বরূপ দে.....৪৯৬
৬২.মহাভারতের নারী বিনির্মাণ : শাঁওলী মিত্রের 'কথা অমৃতসমান'
:: সোনা মন্ডল.....৫১০
৬৩.মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের আলোকে সাঁওতাল
সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত :: ড. অরুণাভ মুখার্জী.....৫২৩
৬৪. শিশু মনে স্বদেশ-ভক্তি ও স্বদেশ -প্রীতি জাগরণে বাংলা ছড়া
:: ড. চিত্ত সেন পরামানিক.....৫২৭
৬৫.বাংলাদেশের রাখাইন উপজাতির আর্থ-সামাজিক ও
রাজনৈতিক জীবনধারা :: ড. রুমকি বোস (মজুমদার) ৫৩২
৬৬.আন্তজাতিক রাজনীতির প্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন
:: মৃত্যুঞ্জয় পন্ডা.....৫৪০
৬৭.লোকপাল ও লোকায়ুক্ত: তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
:: কৃষ্ণ কালি শঙ্কর সাউ.....৫৪৬
৬৮.কথাসাহিত্যিক কণা বসু মিশ্রের উপন্যাসে নারী :: ড.শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ...৫৫০
৬৯.অনিকেতভাবনা, নিপীড়ন এবং শোষণ: ভারতী মুখার্জির Jasmine
মিশ্র সাংস্কৃতিক পরিচয় সঙ্কটের উপন্যাস :: প্রদীপ কুমার বেরা.....৫৫৮
৭০.সাঁওতালি ধারাবাহিক মৌখিক সাহিত্য :: ড. কিশুন মুরমু.....৫৬৫
৭১.আদিবাসী জীবন জীবিকা ও সংস্কৃতি : বিপন্নতার আলোকে
:: রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা.....৫৭২
৭২.স্থানীয় রাজনীতির ক্ষেত্র বুড়ুল : প্রেক্ষিত আইন অমান্য আন্দোলন
:: ড. সঞ্জয় ঢালী.....৫৮২
৭৩.ইলেকট্রনিক বর্জ্য ও তার ব্যবস্থাপনা :: মধুসূদন গঁড়াই.....৫৯৪
০০লেখক পরিচিতি.....৬০৪
০০০UGC--CARE list.....৬০৮

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

সাঁওতালি ধারাবাহিক মৌখিক সাহিত্য

ড. কিশুন মুরমু

সার-সংক্ষেপ:

বিশ্বের প্রতিটি ভাষার সাহিত্য গড়ে উঠেছে সেই ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সমাজ-সংস্কৃতি জীবনাচরণকে নিয়ে। তাই নির্দিষ্ট কোনো ভাষার সাহিত্য সেই ভাষাভাসী মানুষের দৈনন্দিন জীবন চিত্রণকে খুঁজে পাওয়া য়ায়। এখানেই এক ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে অন্য ভাষার সাহিত্যের পার্থক্য। এরেই মাঝে মানব জীবনের সার্বিক আবেদন নিয়ে গড়ে উঠা সাহিত্য চিরন্তন হয়ে উঠে, বিশ্বের হয়ে উঠে। অন্য ভাষার সাহিত্যের মতোই সাঁওতালি সাহিত্য গড়ে উঠেছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবন চিএ, সমাজ, ধর্ম ও সংসকৃতিকে নিয়ে। এই ধারাবাহিক মৌখিক সাহিত্যের মধ্যো খুঁজে পাওয়া য়ায় মানব জীবনের চিরন্তন আবেদন যা দেশ কাল পাএ ছাড়িয়ে বিশ্বময় হয়ে উঠে। কিন্তু এহেন সাহিত্যের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি।

সৃষ্টির সেই আদি পর্ব থেকেই মানুষ নিজেকে ব্যাপ্ত করতে চেয়েছে। চেয়েছে তার মহৎ উপলব্ধিকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে। চেষ্টা করেছে সীমিত জীবনের মধ্যে অনন্ত জীবনের স্বরূপ অনুভবের। সেই অনুভবকেই যুগে যুগে শিল্পী যুগের রঙে ভাষায় ছন্দে ইঙ্গিতে চিত্রে অলংকরণে মূর্ত করে তোলেন। বিচিত্র রসে নানা ভাবে আভাসিত হয়ে উঠছে। তার ধারাবাহিক একান্ত আকাঙ্ক্ষা তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হয়ে, অনুভূত হয়ে প্রকাশিত হয়ে চলবে। মৌখিক সাহিত্য সৃষ্টি যুগে যুগে শ্রোতাদের কে পরিবেশন করেন সেই সৃষ্টির অমৃতপাত্র।

সূচক শব্দ :

সাঁওতালী ছড়া, হেঁয়ালি বা ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন, বাগধারা এবং পুরাণ ইত্যাদি।

প্রতিপাদ্য বিষয় :

সাঁওতাল জীবনের বিচিএ রীতি নীতি, সুসংস্কার ও কুসংস্কার, মানব মানবী প্রেম চেতনা, সংস্কার, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক জীবন যাত্রার পটভুমি, পাহাড়, ঝরণা, নদী, ও সবুজ বন ছাড়িয়ে আধুনিক সহর, সমস্ত কিছুর দিকে তাকিয়ে সাঁওতালি ধারাবাহিক মৌখিক সাহিত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

জগৎ ও জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে মানব জীবনের বিচিএ অনুভূতির রসঘন

ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
Principal S.B.S.S. Mahavidyalaya Goaltore, Paschim Medinipur

বাণীমূর্তিই সাহিত্য, ভাষাই যা রূপ লাভ করে ব্যাপক অর্থে তাকেই অবশ্য সাহিত্য বলা হয়। সৃষ্টির সেই আদি পর্ব থেকেই নিজেকে ব্যাপ্ত করতে চেয়েছে। চেষ্টা করেছে সীমিত জীবনের মধ্যে অনন্ত জীবনের স্বরূপ অনুভবের। তার একান্ত আকাঙ্ক্ষা তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া অনুভূত হইয়া প্রকাশিত হইয়া চলিবে।

এই পসঙ্গে সাঁওতালি লেখক পরিমল হেমব্রম বলেছেন- ''নিরক্ষর গ্রামীণ জনসমাজে প্রচলিত সাহিত্য ধারাই লোক সাহিত্য । সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা নিয়ে মুখে-মুখে যে সমস্ত গিদরী বাঁউলি (ছড়া), কুদুম (হেঁয়ালি বা ধাঁধা), মেন কাথা (প্রবাদ প্রবচন), ভেনতা কাথা (বাগ্ধরা), বিনতি (পুরাণ), সেরেঞ (গান), কাহিনী, উপকাহনী, ব্রতকথা, রূপকথার প্রচলন ছিল বা এখনো রয়েছে যাকে পণ্ডিতগণ বলেন ঘক্ষতর কভ্র নক্ষত্র য়ক্ষন বা মৌখিক সাহিত্য । এরই লিখিত রূপ হল লোক সাহিত্য।''[১]

মুখে মুখে প্রচলিত থাকার ফলে বহু লোক সাহিত্য লুপ্ত হয়ে গেছে। লোক সাহিত্য ঘুগে-যুগে মনুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জীবন যাপন ও অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব কারণে বর্তমানে মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহের দিকে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।

ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে বলেন- ''সাঁওতালিতে একটা কথা আছে - অল খনদ থুতিগে সরেসা''[২] অর্থাৎ লেখার থেকে শ্রুতিই শ্রেষ্ঠ। এই মানসিকতার জন্য বোধহয় সাঁওতালি মৌখিক রূপে বহুকাল ধরে শ্রুতির আকারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাঁওতালরা বাড়ির দেওয়ালে নানা রকম গাছ, পাতা, ফুল ইত্যাদির ছবি আঁকেন যাকে 'ফ্রেসকো' বলা যায় কিংবা গরু মহিষের গায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন রকম সাংকেতিক চিহ্ন আঁকেন। এটা সাঁওতাল জীবনের এক ঐতিহ্য। অধ্যাপক সুহৃদকুমার ভৌমিক মতে-

''প্রচীন ভারতের বহু অলিখিত ও হারিয়ে জাওয়া কাহিনী ও প্রবাদ ও প্রবচনের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সেই ছোট প্রবচনটি মনে রাখলে পুরো কাহিনীটির ঘটনাপুঞ্জ মিছিলের মতো এগিয়ে আসবে।''[৩]

সাঁওতালি সাহিত্য রচিত হয়েছে মুখে মুখে এবং তা স্থান পেয়েছে মানুষের স্মৃতিতে । মৌখিক সাহিত্যের অমুল্য সম্পদ কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়নি তা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষদের স্মৃতি বেয়ে আজো বহমান। এর কিছু অংশ লিখিত আকারে ধরে রাখা হলেও মৌখিক সাহিত্যের বহু অংশ আজও অলিখিত অবস্থায় পড়ে আছে। সাঁওতাল সমাজে অজস্র কথা, উপকথা, কাহিনী, গান, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, হেঁয়ালী বা ধাঁধা ইত্যাদির প্রচলন এখনও আছে। বলা বাহুল্য, এগুলিই সাঁওতলি মৌখিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু। কবের থেকে এগুলির সৃষ্টি, কারা এগুলির স্রষ্টা জানা যায় না। তবে এগুলির মধ্যে জাতির আত্মপরিচয়, মনঃপ্রকৃতি ও শিল্প চেতনার আভাষ পাওয়া যায়। সাঁওতালি সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্যময় ও বিভিন্ন স্বাদে রূপায়িত করায় মুল্যে এগুলির অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর ''সাঁওতালি কুদুম (হেঁয়ালি) গ্রন্থের ভুমিকায় লেখেছেন - ''এগুলির মধ্যে (মৌখিক সাহিত্য) একদিকে যেমন রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বস

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal S.B.S.S. Mahavidyalaya Goaltore, Paschim Medinipur

অপরদিকে তেমনি রয়েছে প্রেমরস, নীতিকথা ও কর্মনিষ্ঠ জীবনের পারাকাষ্ঠা। সাঁওতাল জীবন প্রবাহের নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে এগুলি সাঁওতাল সংস্কৃতি ও সাঁওতালি সাহিত্যকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছে।''' পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে শুরু করে দেব দেবী, প্রথম মানব মানবী, নদী-নালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্রসূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ, জীবজন্তু, পশুপাখী, এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য জিনিসপত্রকে কেন্দ্র করে তাদের কোনো না কোনো কাহিনী কথা প্রচলিত এবং এগুলিই সাঁওতালি মৌখিক সাহিত্যের উপজীব্য বস্তু। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হল তাদের মননশীল উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ ক্ষমতা। যদিও এগুলির মধ্যে রয়েছে কিছু অপরিণত চিন্তা ভাবনার স্পর্শ এবং অবিশ্বাস্য বর্ণনার সমাবেশ তবু বলা যেতে পারে যে আদিম অবস্থাতেও তাদের চিন্তাশক্তি নিষ্ক্রিয় ছিলনা - এসব কাহিনীর অবতারণাই তার প্রমাণ। এ সব কাহিনীর আরো একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সাঁওতালদের বিশ্বাসের আদিমতম নিদর্শন সর্বপ্রাণবাদ বা 'অ্যানিমিজম' এবং ম্যাজিকও এ সমস্তের মধ্যে সংগুপ্ত। এ কারণেই সাঁওতালি মৌখিক সাহিত্য এত আকর্ষণীয়।

ছড়া- সমাজে প্রচলিত ছড়া সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাবে বর্তমান সাঁওতালদের মধ্যে ছড়ার ব্যবহার অনেক কমে গেছে। বিশেষ সময়ে অর্থাত পূজা পার্বন উপলক্ষে কিংবা বিবাহ আদি অনুষ্ঠানে রঙ্গরসিকতা প্রসঙ্গে ছড়ার ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় ছড়া গানের মতো সুর করে গাওয়া হয়। যেমন -

'ধাদরা হাটাঃ চাতমতিঞ	বাংলা- ভাঁগা কুলো ছাতা আমার
হাড়াম পুসি সাদমতিঞ	বুড়ো বেড়াল ঘোড়া আমার
হর হরতিঞ লাগা কেদে	রাস্তা রাস্তায় ছোটালাম
কাড়াপ কাড়াপ কাড়াপ।	কাড়াপ কাড়াপ কাড়াপ।
	(পরিমল হেমব্রম)

হেঁয়ালি বা ধাঁধা - হেঁয়ালি কে সাঁওতালি তে 'কুদুম' বলা হয়। কুদুম কোন সময় থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা জানা যায় না। এ ও সাঁওতালি সাহিত্যের অমুল্য সম্পদ। এক সময়ে মানুষ অনেক কিছুই সরাসরি বলতে চাইত না। বক্তব্যকে ঘুরিয়ে কিংবা রূপকের আকারে তুলে ধরত তাই হেঁয়ালিগুলি রসাত্মক ও শব্দচাতুর্যে ভরপুর। হেঁয়ালিও আজ সাঁওতাল সমাজে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। কত রকমের যে হেঁয়ালি গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে আছে তার হিসেব নেই। হেঁয়ালি বলার সময় সাঁওতালরা ''কুদুম রে কুড়িং কুড়িং'' কথাটি বলে হেঁয়ালি শুরু করে। বাংলা তে ''চিল চিল হেঁয়ালি''। এগুলির সংরক্ষণ ও লিখিত রূপ দেবার প্রয়োজন আছে কেননা এ সব হেঁয়ালি সাঁওতাল সমাজের জীবন প্রবাহের একটি নিখুঁত ছবি তুলে ধরে। যেমন-

কুদুম রে কুড়িং কুড়িং	চিল চিল হেঁয়ালি
লাচ মেনাঃ তায়া পটা দবাং	পেট আছে নাড়িভুঁড়ি নেই

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

মচা মেনাঃ তায়া ডাটা দবাং । মুখ আছে তার দাঁত নেই । উত্তর- কলসি
(শ্রী ধিরেন্দ্রনাথ বাসকে)

প্রবাদ প্রবচন - সাঁওতালি ভাষায় অজস্র প্রবাদ প্রবচন আছে যা সাহিত্যের বিকাশে সহায়ক হতে পারে। এখনও অবশ্য সাঁওতালি লেখকগোষ্ঠী এই সমস্ত প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার উল্লেখ যোগ্যভাবে করেছেন বলে মনে হয় না । আসলে দীর্ঘদিন লিখিত সাহিত্য না থাকায় এ সমস্ত প্রবাদ প্রবচন মৌখিক রূপেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সুতরাং ভাষা-সাহিত্যের বিকাশে প্রবাদ প্রবচন সংগ্রহ ও ব্যবহার দুটোরই প্রয়োজন আছে। যেমন-

অকা লেকাম এরা, অনকা গেম ইরা । বাংলা- যেমন কর্ম তেমনি ফল ।
মিৎ ধারেতে পিঠী দ বাং ইসিনঃ গেয়া। বাংলা- এক হাতে তালি বাজে না।
(পরিমল হেমব্রম)

বাগধারা - প্রবাদ প্রবচনের মত সাঁওতালি ভাষায় বাগধারার ব্যবহার আছে। মুখে মুখে চলে আসা অজস্র বাগধারা অব্যবহারে ক্রমশ হারিয়ে যচ্ছে। অবশ্য ইদানীং লিখিত সাহিত্যের চর্চায় বাগধাারার প্রয়োগও হচ্ছে। যেমন -

অঃ তোয়ো - বোকা । অড়াঃ ঢিংকি তায়ান - ঘরের শত্রু বিভীষণ ।
কাসমার টটকো - বিবাহ । গঃ স্যে দিপিল - ছেলে না মেয়ে ।
(শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে)

লোক কাহিনি- সাঁওতাল জন-জীবনেও বিভিন্ন ধরণের উপকথা বা লোককাহিনি পূর্বপুরুষদের মুখে মুখে চলে আসছে। বাঙলায় যেমন দাদু-দিদিমারা নাতি-নাতনিদের বিভিন্ন রকমের গল্প শুনিয়ে থাকেন, ঠিক তেমনি, সাঁওতালদের মধ্যেও দাদু-দিদিমারা এই উপকথাগুলি প্রচারিত হয়ে আসছে। স্বাভাবিক ভাবেই সাঁওতালি মৌখিক সাহিত্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে নানা ধরণের লোককাহীনি। এগুলি কিন্তু পুরুষানুক্রমে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরণেও হারিয়ে যায় নি। রেভারেন্ড চৈতন্য হেমব্রম কুমারের মতে- ''পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ব থেকে শুরু করে দেব-দেবী, প্রথম মানব মানবী, নদী নালা, পাহাড় পর্বত, সূর্যচন্দ্র, গ্রহণক্ষত্র, জীবজন্তু, পশুপাখি এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিসপত্রকে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের কোনো না কোনো কাহিনী গড়ে উঠেছে।''[৫] এগুলির ভাবধারা যেমন ভিন্ন, তেমনি এগুলি যেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল । সব থেকে বড় কথা হলো, কাহিনী গুলির মধ্যে রয়েছে উদ্ভাবনী শক্তির সাবলীল প্রকাশ ক্ষমতা । এই সব কারণেই সাঁওতালি মৌখিক সাহিত্য এমন সরস, এমন আকর্ষণীয় ।

গান - সাওতাল জনজীবনের সঙ্গে গান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তাই আমরা দেখি, সৃষ্টিতত্ত্বের কাহিনীও গানের আকারে সুর করে পরিবেশন করা হয়। শুধু তাই নয়, সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গানের ব্যবহার রয়েছে।সাঁওতাল জনজীবনে প্রচলিত অসংখ্য গান আজও মুখে মখে চলে আসছে । গান মৌখিক সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন। বিভিন্ন ধর্মীয় অনষ্ঠান, সংস্কার ও উৎসবকে কেন্দ্র করে সুরের অসংখ্য গান আছে।

Sidho Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal S.B.S.S. Mahavidyalaya Goaltore, Paschim Medinipur

প্রচলিত মৌখিক সুরের গান - (১) দং, (২) লাঁগড়ে, (৩) পাতা বা পরব, (৪) দাশাঁয়, (৫) সহরায়, (৬) কারাম, (৭) বাহা-মাঃমড়ে, (৮) সেঁদরা, (৯) হেড়হেৎ, (১০) কাঁহনী ও (১১) গোলবারী ।

বিনতী বা পুরাণ - সাঁওতাল মৌখিক সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ হল বিনতী বা পুরাণ । অন্যভাবে বলা যায়, সাঁওতাল সমাজের এই মূল্যবান সম্পদ মৌখিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। মৌখিক সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো বিনতী বা পুরাণও যুগ যুগ ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। এখনও এর প্রচলন রয়েছে তবে তা কমের দিকে। যুগের ধর্ম অনুযায়ী সময়ের প্রভাব, কালের প্রভাব, স্থানের প্রভাব বিনতীর উপর পড়েছে। ফলে নানান যোগ-বিয়োগ ঘটে গেছে। তবু বলা যায়, বিনতীর মূল বিষয়টি এখনও অপরিবর্তিত রয়েছে। বিনতীর মধ্যে সাঁওতাল সমাজের যে সৃষ্টি কাহিনী রয়েছে তাকে অনেকেই ইতিহাস আখ্যা দিতে চান, তবে একথা ঠিক।

সাঁওতালি লেখক দুরবীন সরেন লেখেছেন- ''বিনতীর রয়েছে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুশাসন, লোকাচার ও সাস্কৃতিক কাঠামো।''[৮]

সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত আচার অনষ্ঠান ভেদে বিনতীর রয়েছে পাঁচটি ধারা । যেমন -

১) জমসিম বিনতী, ২) ছাটয়ীর বিনতী, ৩) ভাঁডান বিনতী, ৪) কারাম বিনতী ও ৫) বাপ্লা বিনতী ।

বিশেষ অনুষ্ঠানে জনসাধারণের সামনে বিনতী গুরু বিনতী পরিবেশন করেন। বিনতী গুরু কাহিনী বর্ণনার মাঝে মাঝে ঘটনার কথা গানের আকারে বা গান গেয়ে প্রকাশ করেন। সেই গানকেই সাকরেদরা সুর সহযোগ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পুনরাবৃত্তি করেন। এইভাবে পরিবেশন চলতে থাকে।

মৌখিক ধারার বর্তমান:

সাঁওতালি জনজীবনে দীর্ঘকাল ধরে মুখে মুখে চলে আসা লোককথা গুলির কিছু অংশ মিশনারী অমলে সংগৃহীত হয়ে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। তবুও বলা যায়, এখনও মৌখিক আকারের বেশ কিছু অংশই রয়ে গেছে। ইদানীং সাঁওতাল সমাজে এর চলন নেই বললেই চলে। ফলে অসংগৃহীত গুলি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আধুনিক জনজীবনের প্রভাব সাঁওতাল জনজীবনকেও গ্রাস করেছে। ফলে মৌখিক সাহিত্যের চর্চা ধীরে ধীরে কম হতে হতে শূন্যে পরিণত হতে চলেছে। সত্তর দশক, এমনকি আশি দশক পর্যন্তও দাদু-দিদিমা ঠাকুরমাদের মুখে প্রচলিত গল্প, গান, ছড়া, হেঁয়ালি, বাগধারা আদি শোনা গিয়েছিল। তার পরেই তা যেন ফানুসের মতো উড়ে গেল। শিক্ষিত পরিবারে চলন একেবারেই নেই। কিন্তু এখনও গ্রামাঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষদের পরিবারে কদাচিৎ মৌখিক আকারে প্রায় সব কিছুই শোনা যায়। পরিমল হেমব্রম বলেছেন- ''মুখে মুখে চলে আসার রেওয়াজ হঠাৎই যেন বন্ধ হয়ে গেল তাই বয়স্কদের

Sidhona Sarada Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মৌখিক সাহিত্যও লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।''[৭] সুতরাং এগুলির সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

কোন সুদুর অতীত থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী তাদের নিজেস্ব ধর্মীয় আচার আচরণে, পালা পার্বণে, উৎসব আদিতে এক কথায় সামগ্রিক জীবনাচারে নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র ধমসা-মাদল-বাঁশি-বানাম, ঝাঁই, করতাল সহযোগে প্রচলিত গানের সুর আন্দোলিত হয়ে চলেছে তা বলা কঠিন। তবে একথা ঠিক, এতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ প্রকট হয়। এখন সেই বৈশিষ্ট্যে অন্যধারার প্রবেশ ঘেটেছে এবং তাহল তথাকথিত সাঁওতালি আধুনিক গানের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য চটকদারী সুর। এখন প্রতি বাড়িতে বাঁশি-বানামের পরিবর্তে জায়গা করে নিয়েছে টেপরেকর্ডার্রি এবং আধুনিক সাঁওতালি গানের ক্যাসেট। রক-পপ-ব্যান্ডের সাঁওতালি সংস্করণে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী বিশেযতঃ যুব সম্প্রদায় বিশেযভাবে আকৃষ্ট হয়ে হাবুডাবু খাচ্ছে। ফলে প্রচলিত গান ক্রমশ অবহেলিত হচ্ছে। তাই এগুলির সংরক্ষণ প্রয়োজন।

সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে সাঁওতালদের মধ্য আরেক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। এরা হলেন 'এলিট সম্প্রদায়'। শিক্ষিত ও শহরে এই সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা পরিবেশগত কারণে মূল স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে চলেছে। এর ফলে এই সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা সাঁওতাল সংস্কৃতি তো দুরের কথা সাঁওতালি ভাষাও তারা বলতে পারে না, জানে না। ফলে এদের মধ্যে মৌখিক ধারার প্রতি আকর্ষণ একেবারেই নেই। একটি ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে নিজেকে হারিয়ে নেওয়া।

মৌখিক ধারার উপলব্ধি:

সাঁওতালি মৌখিক ধারার ভবিষ্যত অবশ্য উজ্জ্বল। কারণ ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফশিলে সাঁওতালি ভাষাকে ২২শে ডিসেম্বর, ২০০৩ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বিশ্বস্তরে সাঁওতালি ভাষা নিজের পরিচয় তৈরি করেছে। সাঁওতাল জনগোষ্ঠী ছাড়াও অন্যান্য ভাষা-ভাষী এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষকগণ সাঁওতালি মৌখিক সাহিত্যের উপর আগ্রহ রয়েছে এবং গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকের দিনে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে লেখক এবং কবিরাও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে চলেছে। তবুও মৌখিক ধারার উপর আরো বেশী সাঁওতালি ভাষী মানুষকে বন জঙ্গল পাহাড় গ্রামগঞ্জে গিয়ে মানুষের মুখের থেকে তুলে এনে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করার প্রয়োজন। সাঁওতাল ভাষীকেই এগিয়ে আসতে হবে।

১)প্রাথমিক থেকে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে সমাহিত যার ফলে গুরুত্ব অনেক বেশী।

২)বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা।

৩) All India Santali writers association দ্বারা প্রতিবছর লেখক এবং কবিগণকে সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করেন।

Siroha Sardina Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

৪)বিভিন্ন রাজ্য সরকার নাটক এবং কলা সংস্কৃতি মাধ্যমে প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার দিয়ে প্রোতসাহন করেন।

৫)সাহিত্য একাডেমি পশ্চিম বাংলা, সাহিত্য একাডেমি, দিল্লী, সহযোগীতায় অনুবাদ, বিভিন্ন লেখন, লোক সাহিত্য গুলোকে সংগ্রহ করে প্রকাশনার কাজে এগিয়ে যাচ্ছে ।

৬)বিভিন্ন যায়গা থেকে সাঁওতালি ভাষাতে প্রায় ৩৫০ টি থেকেও বেশী মাসিক পত্র-পত্রিকা বের হয়।

৭)সাঁওতালি ভাষাতে বিভিন্ন আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন প্রসারণ করা হয়।

৮)সাঁওতালি ভাষাতে পঠন পাঠন আরম্ভ হবার পর বইয়ের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে।

এইসব কারণে সাঁওতাল মৌখিক ধারার উপলব্ধি ও ভবিষ্যত অতন্ত উজ্জ্বল বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

(১) পরিমল হেমব্রম-সাঁওতালি সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা সংখা ১৬
(২) শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে- সাঁওতালি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, পৃষ্ঠা সংখা ৩০
(৩) সুহৃদকুমার ভৌমিক- সাঁওতালি ছোটগল্পের ভুমিকা, পৃষ্ঠা সংখা ২৩
(৪) শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে- "সাঁওতলি কুদুম (হেঁয়ালি), পৃষ্ঠা সংখা ৭
(৫) রেভারেন্ড চৈতন্য হেমব্রম কুমার- সানতাল আর পাহাড়িয়া কোওয়াঃ ইতিহাস, পৃষ্ঠা সংখা ৩৪
(৬) দুরবীন সরেন- সাঁওতাল সংস্কৃতি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৯
(৭) পরিমল হেমব্রম- সাঁওতালদের ইতিহাস সন্ধানে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১১

Sanjal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya ESTD 2005 Goaltore Paschim Medinipur
Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

লেখক পরিচিতি

১.ড.ডলি দে : অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি, প.ব.।

২. মহঃ রফিকুল আলম :বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গ্রন্থাগারিক, মালদা কলেজ, মালদা, প.ব.।

৩. প্রশান্ত কুম্ভকার : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ছাতনা চণ্ডীদাস মহাবিদ্যালয়, ছাতনা, বাঁকুড়া, প.ব.।

৪. স্বাতী ঘোষ : সহঅধ্যাপিকা, কুলটি কলেজ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, কুলটি, আসানশোল, পশ্চিম বর্ধমান, প.ব.।

৫. বহ্নিশিখা সরকার : গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড।

৬.রচনা রায় : সহকারী অধ্যাপিকা, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়, প.ব.।

৭. জগদ্বীপ কুমার চৌহান :সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, মালদা কলেজ, মালদা, প.ব.।

৮.কস্তুর আমেদ মোল্লা : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেমারি কলেজ, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, প.ব.।

৯. রবীন আচার্য : স্টেট এ্যাডেড কলেজ টিচার, সংস্কৃত বিভাগ, শালতোড় নেতাজি সেন্টেনারী কলেজ, প.ব.।

১০. সন্দীপ টিকাইত : সহকারী অধ্যাপক, শালতোড়া নেতাজি সেন্টিনারি কলেজ, শালতোড়া, বাঁকুড়া, প.ব.।

১১. মৃণাল সিংহবাবু : স্যাক্ট টিচার, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, প.ব.।

১২.ফাল্গুনী তপাদার : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা, প.ব.।

১৩. শম্পা লাহা :পি এইচ.ডি.স্কলার, বি.বি.এম.কে. ইউনিভারসিটি, ধানবাদ, ঝাড়খন্ড। সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পি. এইচ. জি. কলেজ, মুর্শিদাবাদ,প.ব.।

১৪.রানু বিশ্বাস : গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া, প.ব.।

১৫. মানস আচার্য্য : অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, বিনোদ বিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ, ঝাড়খন্ড।

১৬.তোতন কুমার দাস : সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, গভ. জেনারেল ডিগ্রী কলেজ, রাণীবাঁধ, বাঁকুড়া, প.ব.।

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur

৫৮.ড.তারক নাথ জাঁতুয়া :সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, টাকি সরকারি মহাবিদ্যালয়,প.ব.।

৫৯.তপতী গায়েন : গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,কলকাতা,প.ব.।

৬০.বাপি টুডু : বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, সাঁওতালি বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়,প.ব.।

৬১.ড.স্বরূপ দে : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হিজলী কলেজ,প.ব.।

৬২.সোনা মন্ডল :সহকারী অধ্যাপক, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়,-গোয়ালতোড়,প.মেদিনীপুর,প.ব.।

৬৩.ড.অরুণাভ মুখার্জ্জী : সহায়ক অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, অচ্ছুরাম স্মৃতিবাহক মহাবিদ্যালয়,ঝালদা,পুরুলিয়া,প.ব.।

৬৪.ড.চিত্ত সেন পরামানিক :সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান,ইতিহাস বিভাগ, পি.আর ঠাকুর গভমেন্ট কলেজ, ঠাকুরনগর, উ.২৪পরগণা,প.ব.।

৬৫.ড.রুমকি বোস (মজুমদার) :সহকারী অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,বাসন্তীদেবী কলেজ,কলকাতা,প.ব.।

৬৬.মৃত্যুঞ্জয় পন্ডা : স্যাক্ট,শালতোড়া নেতাজি সেন্টেনারি কলেজ,প.ব.।

৬৭. কৃষ্ণ কালি শঙ্কর সাউ : সহকারী অধ্যাপক, চাঁপাডাঙ্গা কলেজ,প.ব.।

৬৮.ড. শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ : সহকারী অধ্যাপক, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়,পিংলা,প.ব.।

৬৯. প্রদীপ কুমার বেরা : সহকারী অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান,ইংরেজি বিভাগ, পিংলা থানা মহাবিদ্যালয়,পিংলা,প.ব.।

৭০.ড. কিশুন মুরমু : সহকারী অধ্যাপক, সানতালি বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, গোয়ালতোড়,প.ব.।

৭১.রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ,প.ব.।

৭২.ড.সঞ্জয় ঢালী : সহকারী অধ্যাপক,ইতিহাস বিভাগ, পাঁচলা মহাবিদ্যালয়,প.ব.।

৭৩.মধুসূদন গঁড়াই : সহকারী অধ্যাপক,পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,রাণীবাঁধ সরকারি মহাবিদ্যালয়,প.ব.।

বি.দ্র.-অনবধানতা জনিত কারণে পরিচিতি বিষয়ে কোন অসম্পূর্ণতা /ভ্রান্তি থাকলে প্রকাশন সংস্থা মার্জনা প্রার্থী।

Santal Bidroha Sardha Satabarshiki Mahavidyalaya
ESTD 2005
Goaltore
Paschim
Medinipur

Principal
S.B.S.S. Mahavidyalaya
Goaltore, Paschim Medinipur